দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাক্ষাৎকারে ইউনেস্কো প্রধান জারাগোজা

শিক্ষার প্রসার ঘটিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে

।। হাসান শাহরিয়ার ।।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ডঃ ফেডারিকো মাইওর জারাগোজা বলিয়াছেন, শিক্ষার প্রসার ঘটিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হইবে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও মানবসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশসহ সকল উন্নয়নশীল দেশের সরকারের প্রতি তিনি

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

জারাগোজা

(১ম পৃঃ পর)

আহ্বান জানাইয়াছেন।

গত সপ্তাহান্তে দুই দিনের ঢাকা সফরকালে ইউনেস্কো প্রধান এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, এ ব্যাপারে তাঁহার সংস্থা সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত। তাহার মতে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন করিয়া নিরক্ষরতা সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তিনি থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সেখানে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে সেগুলি বাস্তবায়ন করিবে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহ। কিন্তু তাঁহারা যদি এই সমস্যা সমাধানকে অগ্রাধিকার প্রদান না করে তাহা হইলে কিছুই হইবে না। অতএব, তিনি মনে করেন, ইহার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

ইউনেস্কো প্রধান বলেন, বর্তমান দশককে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দশক' বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষার প্রসার ও মানবসম্পদের উন্নয়নের দিকটিকেও সমভাবেই গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। এ খাতে অর্থের অভাব হইবে না।

ডঃ জারাগোজা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতাকরণ ও পল্লী অঞ্চলের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ গ্রহণ করিয়াছে উহা এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হইবে। বাংলাদেশকে, তিনি ব্যাপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে সেগুলি হইল : বর্তমান নেটওয়ার্ক জোরদার, প্রাথমিক উদ্যোগের ফলো-আপ এবং থাইল্যাণ্ড সম্মেলনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশী জনগণ যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়া থাকে, জরুরীভিত্তিতে এই সমস্যা সমাধানেও তাহারা পিছাইয়া থাকিবে না বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সিঙ্গাপুর পুনরায় ইউনেস্কোয় ফিরিয়া আসিতে পারে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সহিত তাঁহার বৈঠকের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছে। এ মাসের ৩১ তারিখে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সহিত আলোচনায় বসিবেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সিঙ্গাপুরের সমস্যা ভিন্ন।

ডঃ জারাগোজা বলেন, অন্যান্য সংস্থার ন্যায় ইউনেস্কোরেও অর্থ সমস্যা আছে। তবে অর্থাভাবে কোন প্রকল্প বাদ দেওয়া হয় নাই। বরং বাজেট বহির্ভূত খাত হইতে বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য প্রদান করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সিঙ্গাপুরের অনুপস্থিতি সংস্থা অনুভব করিতেছে।

ইউনেস্কো বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্পে সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্যতম হইল ঢাকায় মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপন। ইহাছাড়া, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ লইয়াছে।